মামলুকাতুল্লাহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ১০

(১)অতঃপর হযরত ইসা আ. তাঁর বারোজন সাহাবিকে ডাকলেন ও তাদেরকে ভূতদের ওপর অধিকার দিলেন, যেনো তারা তাদের ছাড়াতে পারেন এবং সবরকম রোগ ও অসুস্থতা দূর করতে পারেন। (২)সেই বারোজন হাওয়ারির নাম এই:

হযরত সাফওয়ান হযরত রা.- যাকে হযরত পিতর রা. বলা হয়- আর তার ভাই হযরত আন্দ্রিয়ান রা.; হযরত ইয়াকুব ইবনে জাবিদি ও তার ভাই হযরত ইউহোন্না রা.; (৩)হযরত ফিলিপ রা. ও হযরত বর্থলময় রা.; হযরত থোমা রা. ও কর-আদায়কারী হযরত মথিরা.; হযরত ইয়াকুব ইবনে আলফিয়াস ও হযরত থদ্দেয় রা.; (৪)দেশপ্রেমিক হযরত সিমোন রা. এবং হযরত ইহুদা ইস্কারিয়োত রা.- যিনি তাঁর সাথে বেইমানি করেছিলেন।

(৫)এই বারোজনকে হযরত ইসা আ. এই হুকুম দিয়ে পাঠালেন- "তোমরা অইহুদিদের কাছে বা সামেরীয়দের কোনো গ্রামে যেয়ো না, (৬)বরং ইস্রাইলের হারানো সন্তানদের কাছে যাও। (৭)যেতে যেতে তোমরা এই সুসংবাদ প্রচার করো যে, বেহেস্তি রাজ্য কাছে এসে গেছে। (৮)তোমরা অসুস্থদের সুস্থ করো, মৃতদের জীবন দিয়ো, কুষ্ঠীদের পাকসাফ করো এবং ভূতদের দূর করো। তোমরা বিনামূল্যে পেয়েছো, বিনামূল্যেই দিয়ো। (৯)যাত্রা পথের জন্য তোমাদের কোমরবন্ধে সোনা, রুপা বা তামার পয়সা, (১০)কোনো থলি, দুটো কোর্তা, জুতা বা লাঠি নিয়ো না; কারণ যে কাজ করে সে খাবার পাবার যোগ্য।

(১১)তোমরা যে-শহরে বা গ্রামে যাবে, সেখানে তোমাদের মেহমান হিসেবে গ্রহণ করতে পারে এমন উপযুক্ত লোককে খুঁজে নিয়ো এবং অন্য কোথাও চলে না যাওয়া পর্যন্ত তার বাড়িতেই থেকো। (১২)সেই বাড়িতে ঢোকার সময় সালাম দিয়ো। (১৩)বাড়িটি যদি উপযুক্ত হয়, তাহলে তোমাদের শান্তি তার ওপর নেমে আসুক। কিন্তু যদি তা উপযুক্ত না হয়, তাহলে তোমাদের শান্তি তোমাদের কাছেই ফিরে আসুক। (১৪)কেউ যদি তোমাদের স্বাগত না জানায় কিংবা তোমাদের কথা না শোনে, তাহলে সেই বাড়ি বা গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার সময় তোমাদের পা থেকে ধুলো ঝেড়ে ফেলো। (১৫)আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, কেয়ামতের দিন ওই শহরের চেয়ে বরং সদোম ও ঘমোরা শহরের অবস্থা অনেক সহনীয় হবে।

(১৬)দেখো, আমি তোমাদেরকে নেকড়ের পালের মধ্যে ভেড়ার মতো পাঠাচ্ছি। সুতরাং সাপের মতো সতর্ক এবং কবুতরের মতো সরল হও। (১৭)তাদের থেকে সাবধান থেকো; কারণ তারা তোমাদেরকে আদালতে সমর্পণ করবে এবং সিনাগোগের ভেতর চাবুক মারবে।

(১৮)আমার কারণে দেশের শাসনকর্তা ও বাদশাদের সামনে, তাদের ও অ-ইহুদিদের কাছে সাক্ষ্য দেবার জন্য, তোমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে। (১৯)যখন তারা তোমাদের ধরিয়ে দেবে, তখন কীভাবে কী বলতে হবে তা নিয়ে চিন্তা করো না। তোমাদের যে কী বলতে হবে তা সেই সময়েই তোমাদের দেয়া হবে। (২০)কারণ তোমরা যে বলবে তা নয়, বরং তোমাদের প্রতিপালকের রুহই তোমাদের মধ্য দিয়ে কথা বলবেন।

(২১)ভাই ভাইকে এবং পিতা সন্তানকে মেরে ফেলার জন্য ধরিয়ে দেবে। সন্তানেরা বাবা-মার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাদের হত্যা করাবে। (২২)আমার নামের জন্য

তোমরা সকলের কাছে ঘৃণিত হবে কিন্তু যে শেষ পর্যন্ত স্থির থাকবে, সে নাজাত পাবে। (২৩)যখন তারা তোমাদেরকে এক গ্রামে অত্যাচার করবে, তখন অন্য গ্রামে পালিয়ে যেয়ো। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, ইবনুল-ইনসান আসার আগে তোমরা ইস্রাইলের সব শহরে যাওয়া শেষ করতে পারবে না।

(২৪)শিক্ষকের চেয়ে ছাত্র এবং মনিবের চেয়ে গোলাম বড়ো নয়। (২৫)ছাত্রের পক্ষে শিক্ষকের এবং গোলামের পক্ষে মনিবের মতো হওয়াই যথেষ্ট। তারা যখন বাড়ির মালিককে বেলসোবুল বলেছে, তখন তাঁর পরিবার-পরিজনদের আরো কতোকিছুই-না বলবে!

(২৬)সুতরাং তাদের ভয় করো না। এমন কিছুই লুকোনো নেই, যা প্রকাশ পাবে না এবং এমন কিছুই গোপন নেই, যা জানাজানি হবে না। (২৭)আমি তোমাদের কাছে যা অন্ধকারে বলছি তা তোমরা আলোতে বলো এবং যা তোমরা কানেকানে শুনছো তা ছাদের ওপরে গিয়ে প্রচার করো।

(২৮)যারা কেবল শরীর ধ্বংস করতে পারে কিন্তু রুহ ধ্বংস করতে পারে না, তাদের ভয় করো না; বরং তাঁকেই ভয় করো, যিনি শরীর এবং রুহ উভয়ই জাহান্নামে ধ্বংস করতে পারেন। (২৯)দুটো চড়ুই কি এক পয়সায় বিক্রি হয় না? তবুও তোমাদের প্রতিপালকের অনুমতি ছাড়া তাদের একটিও মাটিতে পড়ে না। (৩০)এমনকি তোমাদের মাথার সব চুলও গোনা আছে। (৩১)অতএব, ভয় করো না। অনেক চড়ুই পাখির চেয়েও তোমরা অধিক মূল্যবান।

(৩২)যারা অন্যের সামনে আমাকে স্বীকার করে, আমিও তাদের প্রত্যেককে আমার প্রতিপালকের সামনে স্বীকার করবো।

(৩৩)এবং যে-ব্যক্তি অন্যের সামনে আমাকে অস্বীকার করে, আমিও তাকে আমার প্রতিপালকের সামনে অস্বীকার করবো।

(৩৪)ভেবো না যে, আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে এসেছি; আমি শান্তি দিতে নয় কিন্তু তরবারি নিয়ে এসেছি। (৩৫)আমি ছেলেকে বাবার বিরুদ্ধে, মেয়েকে মায়ের বিরুদ্ধে এবং পুত্রবধূকে শাশুড়ির বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে এসেছি। (৩৬)নিজের ঘরের লোকেরাই নিজের শত্রু হয়ে উঠবে।

(৩৭)যে-ব্যক্তি তার বাবা-মাকে আমার চেয়ে বেশি ভালোবাসে, সে আমার উপযুক্ত নয় এবং যে তার ছেলে-মেয়েকে আমার চেয়ে বেশি ভালোবাসে, সেও আমার উপযুক্ত নয়। (৩৮)যে সলিব বহন না করে আমাকে অনুসরণ করে, সে আমার উপযুক্ত নয়। (৩৯)যারা তাদের জীবন খোঁজে, তারা তা হারাবে এবং আমার জন্য যারা তাদের জীবন হারায়, তারা তা ফিরে পাবে।

(৪০)যে তোমাদের গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে এবং যে আমাকে গ্রহণ করে, সে যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁকেই গ্রহণ করে। (৪১)নবিকে যে নবি বলে গ্রহণ করে, সে নবিরই পুরস্কার পাবে এবং দীনদারকে যে দীনদার বলে গ্রহণ করে, সে দীনদারেরই পুরস্কার পাবে। (৪২)যে কেউ এই সামান্য লোকদের মধ্যে কোনো একজনকে আমার উম্মত জেনে এক গ্লাস ঠান্ডা পানিও পান করতে দেয়- আমি তোমাদের সত্যিই বলছি- সে তার পুরস্কার হারাবে না।”